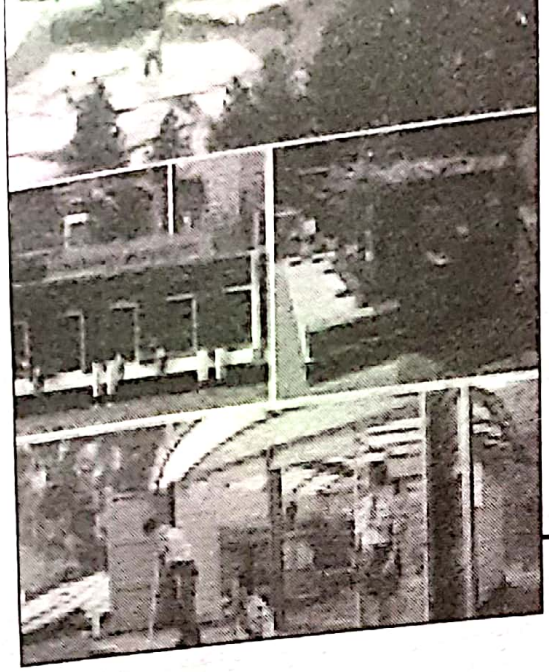

প্রবৃদ্ধি মেরু তত্ত্ব
[Growth Pole Theory]

ভূমিকা

Glasson (গ্ল্যাসন) তাঁর Growth Pole Theory পরিচ্ছেদের ভূমিকা খুব সুন্দরভাবে শুরু করেছেন। তিনি লিখেছেন—*Many of the criticisms levelled at central place theory as a model of regional spatial structure can be answered by the theory of growth poles. Although the concept can be traced back to the agglomeration factors of early location theories its modern development owes much to French economists, especially Perroux, who believed that the basic fact of spatial, as well as industrial development is that 'growth does not appear everywhere and all at once; it appears in points or development poles, with variable intensities; it spreads along diverse channels and with varying terminal effects to the whole of the economy'.[1] More specifically, Boudeville defines a regional growth pole as a 'set of expanding industries located in an urban area and inducing further development of economic activity throughout its zone of influence'.[2] Owing to its versatility, theory has been adapted not only for understanding regional structure, but also as a method for predicting changes in that structure and prescribing solutions to certain regional problems. It has enjoyed great popularity in recent years becoming 'an idea in good currency', and if only for this reason merits further investigation.*

বাংলায় তর্জমা হলো আঞ্চলিক স্থানিক গঠন হিসেবে কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্বের অনেক সমালোচনার উত্তর প্রবৃদ্ধি মেরু মতবাদের মধ্যে নিহিত আছে। যদিও মতবাদ উৎস অবস্থান তত্ত্বের মধ্যে নিহিত আছে, তবুও এর আধুনিক ধ্যানধারণা অনেকটাই ফরাসি অর্থনীতিবিদ প্যারৌক্স (Perroux)-এর চিন্তাধারায় লুকিয়ে ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, স্থানিক তথা শিল্পোন্নয়নের মূল বিষয় হল কোনো অঞ্চলের সর্বত্র একই সময়ে বৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটে না। কোনো কোন্ স্থানে অন্যান্য স্থানের চেয়ে তাড়াতাড়ি উন্নতি লক্ষ করা যায়। ওই বিন্দু বা উন্নয়ন মেরু থেকে নানা পথে বিভিন্ন মাত্রায় উন্নয়নের

Scanned by CamScanner

সুফল অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে ও শেষ পর্যন্ত গোটা অঞ্চলটির উন্নতি ঘটে। আরও বিশদভাবে বললে বলতে হয় বোডোভিলে (Boudeville) আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধি মেরুকে ব্যাখ্যা করেছেন, শহরাঞ্চলে অবস্থিত একগুচ্ছ ছড়িয়ে পড়া শিল্প এবং গোটা প্রভাবিত এলাকায় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ঘটানো। বিবিধার্থক এই মতবাদ আঞ্চলিক গঠন বোঝবার জন্য খালি গৃহীত হয়নি, ওই গঠনে পরিবর্তনে ভবিষ্যদ্বাণীর পদ্ধতি এবং কিছু আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের বিধান দেওয়া। সাম্প্রতিককালে একটি ভালো ধারণার প্রচলন হিসেবে এটি খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং এই কারণের জন্যই আরও অনুসন্ধানযোগ্য।

প্রবৃদ্ধি মেরু তত্ত্বের সংজ্ঞা

প্রবৃদ্ধি মেরু তত্ত্বের মূল কথাই হল কোনো অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্যের অবতারণা। কোনো বড়ো অঞ্চলের মধ্যে একটি বা একাধিক নির্দিষ্ট স্থান যত উন্নতি করে ততই অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে ওই অংশের এক অসাম্য সৃষ্টি হয়। এই অসাম্যের ফলে অন্যান্য অঞ্চলের ওই বিশেষ প্রবৃদ্ধি মেরুর ওপর নির্ভরতা তৈরি হয় এবং প্রবৃদ্ধি মেরু ক্রমশ বড়ো ও বহুমুখী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ক্রমশ এর ফলে সমগ্র অঞ্চল উপকৃত হয় ও উন্নয়ন ঘটে।

এখন প্রশ্ন হল, Growth pole বা প্রবৃদ্ধি মেরু কী? জনস্টন তাঁর Dictionary of Human Geography-তে প্রবৃদ্ধি মেরুর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল *"a dynamic and highly integrated set of industries organised around a propulsive leading sector or industry* ***(industrial motrice)****. A growth pole is capable of rapid growth and of generating growth through spillover and multiplier effects in the rest of the economy."* বাংলায় তর্জমা করে দাঁড়ায়—প্রবৃদ্ধি মেরু হল একটি প্রধান শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক গতিশীল ও অখণ্ড গুচ্ছ শিল্প। প্রবৃদ্ধি মেরু হল দ্রুত বর্ধিষ্ণুক্ষম এবং অর্থনীতির অন্যান্যাংশে অতিরিক্ত আয়বৃদ্ধিজনিত সঞ্চয় বা বিনিয়োগের মাধ্যমে বিকাশ সৃষ্টিতে সক্ষম।

সন্দেহ নেই জনস্টন প্রবৃদ্ধি মেরু প্রশ্নটিকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। আর সি চন্দন সহজ, সরল ভাষায় প্রবৃদ্ধি মেরুর সংজ্ঞা দিয়েছেন। সংজ্ঞাটি হল—*A growth pole is a centre in abstract economic space. It is a centre in which economic growth starts or is deliberately concentrated as a part of regional development strategy and continues if stimulated, thereby benefiting the area and its surrounding region. In fact, from such a growth pole both centripetal and centrifugal forces emanate. The process of economic growth is basically a successive emergence of dynamic growth poles. Each pole has some leading industry which generates growth both within and in the surrounding area. The poles generate growth around the through them mechanism of backward and forward linkages.* প্রবৃদ্ধি মেরু হল বিমূর্ত অর্থনৈতিক পরিসরে একটি কেন্দ্র। এটি এখন এমন একটি কেন্দ্র যেখানে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি শুরু হয় বা আঞ্চলিক উন্নয়ন কৌশল ইচ্ছাকৃতভাবে সমাবিষ্ট হয় এবং যদি উদ্দীপিত করা হয়, তবে তা চলতে থাকে। এর ফলে ওই অঞ্চল ও আশেপাশের এলাকা উপকৃত হয়। বস্তুতপক্ষে, এমন প্রবৃদ্ধি মেরু থেকে কেন্দ্রমুখী এবং কেন্দ্রবিমুখ শক্তি উদ্ভূত হয়। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির প্রক্রিয়া মূলত গতিশীল প্রবৃদ্ধি, মেরুগুলির ক্রমান্বয় বিকাশ। প্রতিটি মেরুর কিছু প্রধান শিল্প থাকে যার আশেপাশের এলাকায় সৃষ্টি হয়। সম্মুখপদ ও পশ্চাৎপদ সংযোগের মাধ্যমে মেরুর আশেপাশে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রবৃদ্ধি মেরুর প্রবক্তা পেরৌক্স প্রবৃদ্ধি মেরুকে অর্থনৈতিক পরিসরে বিচার করেছেন। তাঁর নিজের কথায়, *'.....as a field of forces, economic space consists of*

Scanned by CamScanner

centres (or poles or foci) from which centrifugal forces emanate and to which centripetal forces are attracted'. পেরৌক্স স্বীকার করেছেন যে, ভৌগোলিক পরিসর বা দেশে প্রবৃদ্ধি মেরু থাকবে। কিন্তু Boudeville(বোডেভিলে)-ই Perroux-(পেরৌক্স)র মূল ধারণায় ভৌগোলিক দেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

➡ প্রবৃদ্ধি মেরুতত্ত্বের পূর্বশর্ত

এই তত্ত্বের তিনটি পূর্ব শর্ত রয়েছে যা **threefold typology** নামে পরিচিত। শর্তগুলি হল—

1. অঞ্চলটিকে হতে হবে পরিকল্পিত কোনো স্থান যেখানে আগেই কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করা আছে।
2. অঞ্চলটিতে জল, বিদ্যুৎ, গ্যাস, তেল প্রভৃতি সম্পদের প্রাচুর্য থাকতে হবে।
3. অঞ্চলটিতে একগোত্রীয় বস্তু (homogeneous objects) থাকতে হবে।

➡ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য :

এই তত্ত্বের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যথা

ক. গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলির অবস্থান : শিল্পগুলি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত হওয়া এ তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিল্পস্থাপনের জন্য কাঁচামাল, জল, শক্তি, পরিবহন প্রভৃতি উপাদানগুলির প্রাধান্য যে অঞ্চলে বেশি, সেই অঞ্চলে একটি শিল্প স্থাপনের সাথে অন্যান্য কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন—দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল বা জামশেদপুর অঞ্চল। প্রথমটিকে ভারতের রুঢ় বলে। জার্মানির রুঢ় শিল্পাঞ্চলের মতোই এখানে বহুবিধ শিল্পের সমাবেশ দেখা যায়। যেমন কোল ওয়াশারি, অ্যালয় স্টিল, MAMC কারখানা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে, জামশেদপুরেও লোহা ও ইস্পাত শিল্পকে কেন্দ্র করে গাড়ি নির্মাণ কারখানা, রেলগাড়ির চাকা তৈরির কারখানা, ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্পের সমাবেশ ঘটেছে।

খ. কেন্দ্রবিন্দুর আকর্ষণক্ষমতা : কোনো শিল্পের প্রাধান্য সে অঞ্চলে দ্রুত উন্নতি ঘটায়। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সবখানে ছড়িয়ে পড়ে না। বরঞ্চ কয়েকটি স্থানে সেগুলি বেশি সীমাবদ্ধ হয়।

গ. বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা : অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে নানাবিধ কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আঞ্চলিক পরিকল্পনাবিদদের কাছে এই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া ব্যাপারটি খুব গুরুত্ব পায়, কারণ এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিকল্পনাবিদদের আগে থেকে ওয়াকিবহাল হতে সাহায্য করে।

➡ তত্ত্বটির বিশ্লেষণাত্মক দিকসমূহ ঃ

গ্লাসন (1978) তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবৃদ্ধি মেরু তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করেছেন—

(i) প্রধান শিল্পসমূহ ও চলমান ব্যাবসা- প্রতিষ্ঠান। *(ii)* কেন্দ্রবিন্দুর আকর্ষণ ও পুঞ্জীভূত অর্থনীতি। *(iii)* কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা।

(i) প্রধান শিল্পসমূহ ও চলমান ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান :

প্রধান প্রধান শিল্পগুলির অবস্থানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ঃ

(a) শিল্পটি নতুন, গতিশীল প্রযুক্তির দিক থেকে খুবই উন্নত হতে হবে এবং অঞ্চলটিকে উন্নত করার প্রবণতা থাকতে হবে। (গ্লাসন-র ভাষায় *"it is a relatively new and 'dynamic' industry with an advanced level of technology injecting an atmosphere of 'growth-mindedness' into a region"*).

(b) উৎপাদিত পণ্যের ব্যাপক অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাঞ্ছনীয় (it has a high income elasticity of demand for its products), যা সচরাচর দেশীয় বাজারে বিক্রয় হয় (which are usually sold to national markets).

(c) অন্যান্য শিল্প ও ব্যাবসা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে হবে (it has strong 'inter-industry linkages' with other sectors) যেমন তৈরি পোশাক

Scanned by CamScanner

শিল্পগুলি বিভিন্ন প্রকার কাপড় ও সেলাই মেশিনের যন্ত্রাংশের ব্যাবসা-প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। পোশাক তৈরির ছোটো কাপড় দিয়ে ছোটো ছেলে-মেয়েদের শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি প্রভৃতি তৈরি প্রসার লাভ করে।

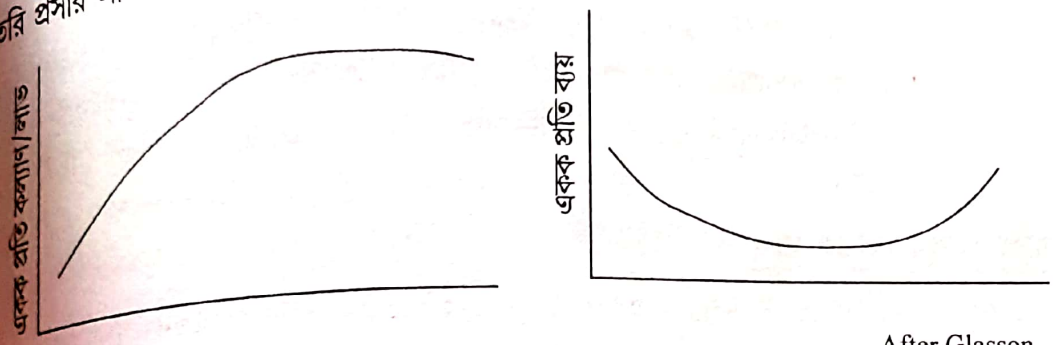

After Glasson

চিত্র 9.1 : পুঞ্জিভূত অর্থনীতি

***(ii)* চলমান ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় :**

(ক) এটি অপেক্ষাকৃত বড়ো হতে হবে। (খ) এটি এর পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ বৃদ্ধির প্রেরণা সৃষ্টি করে। (গ) এর নতুন কিছু তৈরি এবং প্রস্তুত করার প্রবণতা থাকতে হবে । (গ) চলমান ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে দ্রুত বৃদ্ধিমান শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে

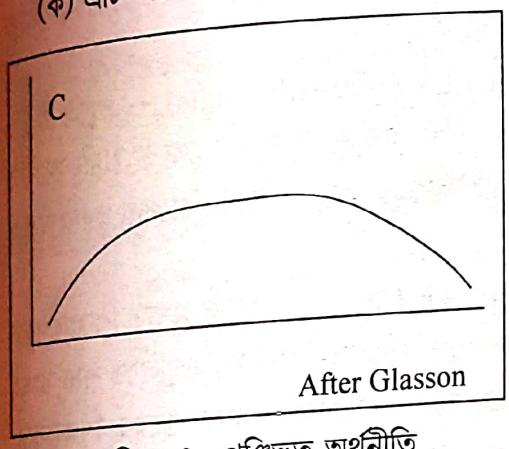

চিত্র 9.2 : পুঞ্জিভূত অর্থনীতি

(iii) **কেন্দ্রবিন্দুর আকর্ষণ এবং পুঞ্জিভূত অর্থনীতি :** একটি অঞ্চল যখন শিল্প বলয় এবং চলমান ব্যাবসা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় তখন সেই অঞ্চলে দ্রুত উন্নতি দেখা যায়। এরূপ অঞ্চলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একত্রিত এবং পুঞ্জিভূত হতে থাকে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে মূল ভূখণ্ডে কেন্দ্রবিন্দুর সংখ্যাও একই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এ ক্ষেত্রে প্রধানত তিন ধরনের পুঞ্জিভূত অর্থনীতি দেখা যায়। যথা :

(ক) অর্থনীতি শিল্পের বহির্ভূত কিন্তু নগর এলাকার অভ্যন্তরীণ (খ) অর্থনীতি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু প্রতিষ্ঠানের বহির্ভূত (গ) অর্থনীতি শিল্প বহির্ভূত কিন্তু নগর অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত

C. কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ার প্রবণতা : Glasson (গ্ল্যাসন) খুব সুন্দরভাবে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন *The concept of spread effects states that in time the dynamic propulsive qualities of the growth pole radiate outwards into the surrounding space. These 'trickling down' or 'spread' effects are particularly attractive to the regional planner and have contributed much to the recent popularity of the theory as a policy tool.*

তত্ত্বের ধরন বা রীতি :

এ তত্ত্বটি পর্যালোচনা করলে এর কতকগুলি ধরন বা রীতি স্পষ্ট দেখা যায় ঃ

(১) উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বাজার এবং চাহিদা অনুযায়ী শিল্পস্থাপন।

(২) উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর ব্যাপক অভ্যন্তরীণ চাহিদা অত্যাবশ্যক।

Scanned by CamScanner

(৩) একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে চারদিকে অন্যান্য শিল্প স্থাপিত হয়। এ ক্ষেত্রে দুধরনের আকর্ষণ দেখা যায় :

(ক) সম্মুখবর্তী (Forward) প্রধান শিল্পটির কাঁচামাল।

(খ) পশ্চাদ্‌বর্তী (Backward) উপজাত দ্রব্য দিয়ে পার্শ্বে অন্য শিল্প গড়ে ওঠে যেমন, তৈরি পোশাক শিল্পকে কেন্দ্র করে আশেপাশে ছোটো কাপড়ের ছোটো ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন পোশাক, আবার পোশাক শিল্পের পাশে রঙের দোকান গড়ে ওঠে।

প্রবৃদ্ধি মেরুর বিভিন্ন ধাপ

তত্ত্বের প্রথম দিকে R. P. Misra প্রবৃদ্ধি মেরুর চারটি ধাপের কথা বলেছেন। যথা :—

***(i)* স্থানীয় স্তরে সেবাকেন্দ্র** (Local level service Centre)—কোনো গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি যার জনসংখ্যা 5,000–10,000 জনের মধ্যে থাকে সেগুলি পার্শ্ববর্তী ছোটো হ্যামলেট (Hamlet) গুলির সেবাকেন্দ্রের কাজ করে। এগুলিতে মুদিখানা, খাবারের দোকান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্কুল, দর্জির দোকান, পোস্ট অফিস, কো-অপারেটিভ প্রভৃতি থাকে। এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি এবং পঞ্চায়েত ভবন প্রভৃতি স্থানীয় প্রশাসনিক কেন্দ্র থাকে।

***(ii)* অব-আঞ্চলিক স্তরে বৃদ্ধি কেন্দ্র** (Sub-regional level Growth Points) — এগুলি দ্বিতীয় ধাপের কেন্দ্র। এদের জনসংখ্যা 50,000–100,000। এগুলি অন্ততঃপক্ষে 10 থেকে 20টি স্থানীয় সেবাকেন্দ্রের উচ্চতর প্রয়োজন মেটায়। এগুলিই মূলত বাণিজ্যকেন্দ্র এবং কৃষিজাত পণ্যের প্রধান সংগ্রহ ও বন্টন কেন্দ্র।

***(iii)* আঞ্চলিক স্তরে বিকাশ কেন্দ্র** (Regional Growth Centre)—এগুলি মুখ্যত শিল্পোৎপাদন কেন্দ্র এবং কমপক্ষে 1,00,000 থেকে 2,00,000 জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটায়। এগুলিতে শস্য সংগ্রহ ও গুদামজাতকরণ, সার, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতির জোগান, কলেজ স্তরের শিক্ষাকেন্দ্র, কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র, হাসপাতাল প্রভৃতি থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রের কার্যকলাপই এই কেন্দ্রগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

***(iv)* জাতীয় প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র** (National growth poles)—উন্নয়নের একেবারে চূড়ান্ত (apex) ধাপে রয়েছে বিকাশ মেরু। এগুলির জনসংখ্যা 5,00,000 থেকে 25,00,000। তৃতীয় ক্ষেত্রে সেবামূলক কার্যই প্রাধান্য পায়। কোনো অঞ্চলের অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাণকেন্দ্র হল এই বিকাশ মেরু।

পরবর্তীতে R. P. Misra (আর পি মিশ্র) পাঁচটি ধাপের কথা বলেছেন (সূত্র : R. P. Misra, V. L. S. Prakash Rao and K. V. Sundaram (1974); Regional Development planning in India, Vikas Delhi)—এখানে স্থানীয় স্তরে রয়েছে (i) কেন্দ্রীয় গ্রাম (central village), (ii) ক্ষুদ্র আঞ্চলিক স্তরে সেবাকেন্দ্র, (iii) অব-আঞ্চলিক স্তরে বৃদ্ধি কেন্দ্র, (iv) আঞ্চলিক স্তরে বিকাশ কেন্দ্র এবং (v) জাতীয় স্তরে প্রবৃদ্ধি বা বিকাশ মেরু। কেন্দ্রীয় গ্রাম হবে পরিসেবা ও বাজার কেন্দ্র। এর আশেপাশে প্রায় ছয়টি গ্রাম যাদের জনসংখ্যা হবে প্রায় ছয় হাজার। এটি একটি পরিকল্পিত গ্রামীণ বসতি হবে যেখানে বাজার, আমোদপ্রমোদ এবং জনসাধারণের সমাজসেবার ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি কেন্দ্রীয় গ্রামের ভালো মানের প্রাথমিক স্কুল, উপ-ডাকঘর, সমবায় কেন্দ্র ইত্যাদি থাকবে।

প্রথম ধাপে সেবাকেন্দ্র তার নিজস্ব পাঁচ হাজার (5,000) জনসংখ্যা ছাড়াও গ্রামীণ এলাকার প্রায় ত্রিশ হাজার জনতাকে বিভিন্ন পরিসেবা প্রদান করবে। যেমন মুদিখানা, সাধারণ খুচরা ব্যাবসার দোকান,

Scanned by CamScanner

ছোটোখাটো রিপেয়ারিং দোকান, দর্জির দোকান, সেলুন, রেস্টুরেন্ট, প্রাথমিক ও জুনিয়র হাই স্কুল, উপ-ডাকঘর, সমবায় দোকান, কমিউনিটি হল ও অন্যান্য প্রাথমিক সুযোগসুবিধে। সেবাকেন্দ্রগুলি গ্রাম সেবকদের ও অন্যান্য ছোটোখাটো সরকারি অফিসের প্রধান কেন্দ্র হবে। সেবাকেন্দ্রগুলি সামাজিক মেলামেশারও কেন্দ্র হবে। এখান থেকে বিভিন্ন খবরাখবর গ্রাম ও ক্ষুদ্র পল্লীতে ছড়িয়ে পড়বে। সুসংহত জাতীয় উন্নয়নের যে-কোনো প্রোগ্রামের জন্য এরকম সেবাকেন্দ্র প্রয়োজন, কারণ যেসব দেশে সম্পদের খুব ঘাটতি রয়েছে, সেখানে সমবায়, স্কুল ইত্যাদি কিছু কিছু সুবিধা-প্রদান অপেক্ষাকৃত ভালো। *Chand and Puri (চাঁদ এবং পুরি)-র কথায় "For any programme of integrated national development such service centre are vital, for in country where there is a serious lack of resources it is better to provide certain facilities such as cooperatives, schools etc.."*

এর পরের ধাপের রয়েছে **প্রবৃদ্ধি বিন্দু** (Growth points)। এরকম বিন্দু প্রায় পাঁচটি সেবাকেন্দ্রকে পরিসেবা দেবে; গ্রামীণ এলাকার প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ এই প্রবৃদ্ধি বিন্দু দ্বারা উপকৃত হবে। প্রবৃদ্ধি বিন্দু ধারণা বাজার শহর ধারণা-র অনুরূপ। তারা অন্যান্য সম্পর্কিত প্রবৃদ্ধি বিন্দুর সাথে রাজ্য সড়ক ও গ্রাম্য রাস্তা দিয়ে যুক্ত থাকবে। পরিসেবা বিশেষীকরণের বিচারে প্রবৃদ্ধি বিন্দু হল কৃষি-শিল্পীয় এলাকা। প্রবৃদ্ধি বিন্দুর অর্থনৈতিক কার্যাবলি হল উৎপাদন, কৃষি ও দুগ্ধজাত (ডেয়ারী) শিল্পের আমদানি, উৎপাদন ও বন্টন। এইসব কাজকর্মের যথাযথ পরিচালনা গ্রামীণ বেকারত্ব সমস্যা দূর করতে পারে।

দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র (Growth centre)। সামগ্রিক ভাবে, কোনো দেশে প্রায় পাঁচশো এরকম কেন্দ্র থাকা উচিত। প্রতিটি কেন্দ্রের জনসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার থেকে পাঁচ লক্ষের মধ্যে থাকবে। এটি অবশ্য ওই অঞ্চলের আঞ্চলিক অর্থনীতির ওপর নির্ভর করে। প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র বারো লক্ষ জনতাকে পরিসেবা দেবে। প্রবৃদ্ধি বিন্দুর বিপরীতে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলিতে গৌণ (secondary) কার্যাবলি ও শিল্প-প্রধান কার্যবালী হয়ে দাঁড়ায়। আর পি মিশ্র এইসব কেন্দ্রের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন, যেমন:

1. এইসব কেন্দ্রে গৌণ কার্যাবলির প্রাধান্য থাকবে, বিশেষত শিল্পের। এর পরের স্থান হল প্রগৌণ কার্যাবলির।
2. কেন্দ্রগুলির অবস্থান শিল্পের অবস্থান তত্ত্ব দিয়ে নির্ণীত হবে।
3. কেন্দ্রগুলি হবে প্রবৃদ্ধি বিন্দুর উৎপাদিত দ্রব্যের এবং পরিসেবা কেন্দ্র ও গ্রামের কৃষিজাতি দ্রব্যের ভোক্তা (consumers)।
4. এগুলি আবার শিল্পতালুক (industrial hubs)-ও হবে।
5. এগুলি কৃষিপণ্যর সংগ্রহ, গুদামজাত করা ও প্রক্রিয়াকরণ (Processing) করার সুবৃহৎ কেন্দ্র হবে। কৃষির প্রয়োজনীয় উপকরণ যথা সার, কীটনাশক ও মেশিন এই কেন্দ্রগুলি উৎপাদন করবে।
6. প্রতিটি কেন্দ্রে রেডিয়ো এবং টেলিভিশন স্টেশন ছাড়া ব্যাংকিং সুবিধা, ডিগ্রি স্তরের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যলয়, কারিগরি প্রতিষ্ঠান এবং **গ্রাম ও শহর** প্রাত্যহিক ব্যবহারের বেশ কিছু পরিসেবা সুযোগসুবিধে থাকবে।
7. এইসব কেন্দ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তারা মুম্বাই, কলকাতা, নিউদিল্লি, চেন্নাইএর 'বিপরীত চুম্বক' (countermagnet) শহর হিসেবে কাজ করবে। ফলে ওইসব শহরে পরিবহন ঘটবে কম। ফলস্বরূপ তারা জনসংখ্যার চাপে ন্যুব্জ হয়ে পড়বে না।

Scanned by CamScanner

শ্রেণিক্রমের সর্বোচ্চ ধাপে রয়েছে প্রবৃদ্ধি মেরু (Growth pole)। এগুলির জনসংখ্যা পাঁচ লক্ষ থেকে পঁচিশ লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে (যেহেতু এর চেয়ে বড়ো শহর manage করা শক্ত, তাই যদি কোনো শহর এই সীমায় পৌঁছোয় তবে তাদের বৃদ্ধিতে Misra (মিশ্র) নিরুৎসাহিত করেছেন)। প্রতি প্রবৃদ্ধি মেরুর প্রায় কুড়ি লক্ষ গ্রামীণ জনতাকে পরিসেবা দেবে। দেশের এক বৃহৎ অঞ্চলের হৃৎপিণ্ড (heart) রূপে কার্য করবে। খুব উন্নত গৌণ, প্রগৌণ ও quarternary কর্মকাণ্ড এখানে চলতে থাকবে। প্রবৃদ্ধি মেরু তাদের অয়ত্তাধীন সর্বকেন্দ্রগুলিকে আর্থিক, কারিগরি গবেষণা ও শিল্প প্রেরণা দেবে। Misra (মিশ্র)-র উপরক্ত ধারণানুযায়ী কলকাতা, নিউদিল্লি, চেন্নাই, মুম্বই-এর মতো মেট্রোপলিটন নগরী প্রবৃদ্ধি মেরু এবং মহিশুর, জয়পুর, ভূপাল, মিরাট ইত্যাদি মাঝারি মানের শহরগুলি প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করবে। বাজার শহরগুলির হবে প্রবৃদ্ধি বিন্দু।

প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র foci : ভারতের উদাহরণ

প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র মতবাদকে একটি উপজাতি অঞ্চল (মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলা) একটি কৃষি অঞ্চল (উত্তরপ্রদেশের মজঃফরনগর জেলা) এবং একটি শিল্পাঞ্চলের (ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, হাজারিবাগ, ধানবাদ ও সিংভূম জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং আংশিক ভাবে বর্ধমান জেলা) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। উপজাতি অঞ্চল বাস্তার জেলার ক্ষেত্রে দেখা যায় সেখানে নিম্নোক্ত শ্রেণিক্রম রয়েছে :—

কেন্দ্রীয় গ্রামসমূহ (সংখ্যার 89), পরিসেবা শহর (30), বাজার শহর (7), প্রবৃদ্ধি বিন্দু (3) এবং প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র (2)। জগদ্দলপুর, বাইলিডিলা, নারায়ণপুর, গিদাম এবং বারসাস (Barsus) প্রবৃদ্ধি foci হিসেবে চিহ্নিত (পূর্বোক্ত দুটি কেন্দ্র প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র এবং শেষোক্ত তিনটি প্রবৃদ্ধি বিন্দু হিসেবে বিরাজ করবে)। ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলা নিয়ে গঠিত শিল্পাঞ্চলের 47টি শহর রয়েছে এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির শহর 4টি, দ্বিতীয় শ্রেণির শহর 2টি, তৃতীয় শ্রেণির শহর 12টি, চতুর্থ শ্রেণির শহর 13টি, পঞ্চম শ্রেণির শহর 13টি এবং ষষ্ঠ শ্রেণির শহর 3টি। কার্যাবলির বিচারে শহরগুলিকে নিম্নোক্ত ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—

a. আইন ও সাধারণ প্রশাসন, b. উন্নয়ন প্রশাসন, c. শিল্পাশ্রয়ী শহর, d. কৃষি বাজারজাতকরণ শহর, e. পরিবহন f. বিশেষ পরিসেবা শহর।

মিশ্র অন্যান্য পরিসেবা কেন্দ্র, বাজার কেন্দ্র, প্রবৃদ্ধি বিন্দু এবং প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র চিহ্নিত করেছেন এবং সম্ভাব্য কেন্দ্রগুলিও নির্দেশ করেছেন।

➡ **তত্ত্বটির গুণাগুণ :**

গ্লাসন প্রবৃদ্ধি মেরু তত্ত্বের কয়েকটি ত্রুটির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর ভাষায়—Darwent, who has written the most recent review of the growth pole concept states that 'it has become associated with an enormous variety of indistinct and ill-defined concepts and notions.'[3] Hansen believes that the whole of 'growth pole' literature is badly in need of a thorough semantic reworking. প্রবৃদ্ধি মেরুর মতবাদের ওপর খুব সাম্প্রতিক সমালোচক Darwent লিখেছেন, এটি বহু অস্পষ্ট ও মন্দ সংজ্ঞা ও ধারণার সাথে জড়িত। অপরদিকে, Hansen বিশ্বাস করেন যে, গোটা প্রবৃদ্ধি মেরু কাজটি শব্দার্থ তত্ত্বের পরিমার্জনা করা খুব দরকার। এ ছাড়া Glasson (গ্লাসন) আমাদের আর কতকগুলি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। Do growth poles grow indefinitely? What about the diseconomies of scale? Do the spread effects ever materialise? অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি মেরু কি অনির্দিষ্টকাল যাবৎ বাড়বে? অমিতব্যয়িতার পরিমাপ কি? ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা কী কখন বাস্তবায়িত হয়।

Scanned by CamScanner

◆ বিশেষ কোনো কারণে একটি শিল্পের উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলে উক্ত অঞ্চল সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন, যুক্তরাজ্যের উত্তর-পূর্বে লাংকাশায়ার এবং গ্লাসগো এক সময় বয়ন শিল্পে বিশেষ উন্নত ছিল কিন্তু বর্তমানে সেগুলি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায়।

◆ এ তত্ত্ব সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। অনেক ক্ষেত্রে কয়েকটি শিল্পকে কেন্দ্র করে একটি বৃহৎ শিল্প গড়ে ওঠে।

◆ অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে উক্ত অঞ্চলের শিল্পটি তখন উন্নতি লাভ করতে পারে না।

◆ এ তত্ত্বে প্রধান শিল্পের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট।

◆ শিল্পবলয়ের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ।

◆ এ তত্ত্বে প্রধান শিল্প এবং যৌগিক শিল্পের ব্যাখ্যা আংশিক।

◆ এ তত্ত্বে শিল্পবলয়ের কেন্দ্রবিন্দুর প্রবৃদ্ধি এবং একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের মধ্যে কী সম্পর্ক তা যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। তবুও বলতে হয় যে এই তত্ত্বটির কিছু ভালো দিক আছে। সেগুলি হল—

➡ **তত্ত্বের গুণ :** বিভিন্ন কারণে এ উন্নয়ন মেরু তত্ত্বের গুরুত্ব অত্যধিক। উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ তত্ত্বের গুণাবলির বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হল :

(১) একটি অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বের ব্যবহার সর্বাধিক।

(২) কেন্দ্রবিন্দু থেকে একটি অঞ্চলে ক্রমবৃদ্ধি হয়, ফলে অনুন্নত অঞ্চলও স্বল্প সময়ে উন্নতি লাভ করে।

(৩) নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অধিক কেন্দ্রীভূত হয়, ফলে সার্বিক খরচ বহুলাংশে হ্রাস পায়।

(৪) কোনো এলাকার সুষম উন্নয়নের এ তত্ত্ব সর্বাধিক কার্যকরি ভূমিকা রাখবে।

➡ **তত্ত্বটির ব্যবহার :** প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে এই তত্ত্ব সর্বপ্রথম যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ড, মধ্য স্কটল্যান্ড, উত্তর আয়ার্ল্যান্ড এবং মধ্য ওয়েলসে গৃহীত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ফ্রান্স, ভেনিজুয়েলা, ইটালি, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চিন, ভারত প্রভৃতি দেশে এই তত্ত্বের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

আঞ্চলিক পরিকল্পনার সাথে উন্নয়ন মেরুতত্ত্বের সম্পর্ক :

এ তত্ত্বটিকে আঞ্চলিক পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট করার বিভিন্ন কারণ রয়েছে।

(১) এ তত্ত্বে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুঞ্জীভূত থাকায় এই তত্ত্ব বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয় (Owing to the various agglomeration economics it tends to be a very efficient way of generating development : Glasson)

(২) নির্দিষ্ট উন্নয়ন কেন্দ্রে বিনিয়োগের পুঞ্জীভবন ঘটার ফলে সরকারি খরচ হ্রাস পায় (The concentration of investment in specific growth points costs less in terms of public expenditure than wholesale grants to large areas : Glasson)।

(৩) উন্নয়ন কেন্দ্রের অধীনে বাজার সম্প্রসারণের ফলে অনুন্নত অঞ্চলগুলির সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে (The spread effects out of the growth point will help to solve the problems of depressed regions : Glasson)।

বিংশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশক থেকে প্রবৃদ্ধি মেরুতত্ত্ব গুরুত্ব পেতে থাকে। এর কারণ হল মেট্রোপলিটন নগরগুলি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি। ফলে সেখান থেকে প্রশাসনিক কাজকর্ম ও শিল্পের

Scanned by CamScanner

বিকেন্দ্রীকরণ খুব জরুরি হয়ে পড়ে। এ ছাড়া, বড়ো শহর ও তার লাগোয়া গ্রামাঞ্চলের মধ্যে জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক মানের বৈষম্যও খুব চোখে পড়ে। এ প্রসঙ্গে প্রবৃদ্ধি মেরু তত্ত্বের বিভিন্ন ধাপের প্রয়োজনীয়তা মিশ্র ও পুরি ১৯৮৩ (Misra ও Puri 1983)-র লেখনীতে নিম্নোক্ত ছত্রে ফুটে উঠেছে *"By ensuring a linked pattern of hienarchy of human settlements it also successfully avoids the dangers of over–urbanization and of depressed areas co-existing with developed areas."* তাই এই এককেন্দ্রীকরণ ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীভূত করার জন্য গ্রামাঞ্চলে প্রথম ধাপের ছোটো ছোটো প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এগুলির উদ্দেশ্যই হল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাঁচামালের উৎপাদন কেন্দ্রে বা তার কাছাকাছি শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা যাতে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর হয়ে গোটা অঞ্চলটি উন্নত হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের ভিলাই, রাউরকেল্লা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উপরক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিকল্পনার এই প্রবৃদ্ধি মেরু তত্ত্ব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে পৃথিবীর উন্নত, উন্নয়নশীল দেশ তথা অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে উন্নয়নের আওতাভুক্ত করার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এ তত্ত্বানুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেশি দানা বাঁধে বলে সার্বিক খরচ আনেকাংশে কম।

Scanned by CamScanner